ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গবেষণা নীতিমালা, ২০২৩

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২৭৭/৫/এ, শহিদ জননী জাহানারা ইমাম সরণি
কাঁটাবন ঢাল, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
www.latc.gov.bd

প্রথম অধ্যায় : প্রারম্ভিক

১.১ শিরোনাম

এ নীতিমালা "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গবেষণা নীতিমালা, ২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

১.২ সংজ্ঞা

কেন্দ্রঃ কেন্দ্র বলতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বুঝাবে।

নীতিমালা : নীতিমালা বলতে 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গবেষণা নীতিমালা, ২০২৩' কে বুঝাবে।

গবেষণা: গবেষণা বলতে অনুচ্ছেদ ৩.১-এ উল্লিখিত তহবিলের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমকে বুঝাবে।

১.৩ নীতিমালার উদ্দেশ্য

(ক) সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফল নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করা।

(খ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়নে গবেষণা;

(গ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা/সমীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশীয় / আন্তর্জাতিক সংস্থা /প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে (সম্পূর্ণ বা আংশিক) গবেষণা পরিচালনা:

(ঙ) ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা; এবং

(চ) বিশ্বমানের গবেষণা প্রকাশের মাধ্যমে ভূমিপ্রশাসন-সংক্রান্ত একাডেমিক অধিক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি

কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ একটি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে-

ক. উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-সভাপতি
খ. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুষদ/কর্মকর্তা	- সদস্য
গ. ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
ঘ. সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক- এর নিচে নয়) (বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
ঙ. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যতীত অপর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একজন অনুষদ	-সদস্য
চ. সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

২.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি

(ক) অনুচ্ছেদ ৩.১-এ উল্লিখিত তহবিলের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা গবেষণা পরিচালনার জন্য বিষয় নির্ধারণ, প্রস্তাব আহ্বান, প্রাপ্ত প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান এবং গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন ও যাচাই।

(খ) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশনা সম্পর্কে মতামত প্রদান, সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

গ) চলমান গবেষণার অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ।

২.৩ গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

(ক) পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

(খ) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বাজেট উল্লেখ করে প্রশিক্ষণ শাখা অফিস আদেশ জারি করবে; এবং

(গ) অনুমোদিত গবেষণাসমূহের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছরে ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনে কমিটি যে-কোনো সময় সভায় মিলিত হতে পারবে।

২.৪ গবেষণার ক্ষেত্র

ক. ভূমি প্রশাসন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জননীতি;

খ. ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি;

গ. সরকারের ভূমি বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা;

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ ও ভূমি প্রশাসন;

ঙ. ভূমি ব্যবস্থাপনায় (বিশেষত মাঠ প্রশাসনে) জড়িত মানব সম্পদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ;

ছ. ভূমিপ্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমসাময়িক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়; এবং

জ. জনস্বার্থে প্রয়োজন এরূপ যে-কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গবেষণা।

২.৫ বাজেট অনুসারে গবেষণা কার্যক্রমের ধরন

অনুমোদিত বাজেট অনুসারে তিন ধরনের মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে-

(ক) ক-শ্রেণির গবেষণা: ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বের বাজেট সম্পন্ন গবেষণা,

(খ) খ-শ্রেণির গবেষণা : ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা থেকে ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বাজেট সম্পন্ন গবেষণা এবং

(গ) গ-শ্রেণির গবেষণা অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার বাজেট সম্পন্ন গবেষণা।

প্রয়োজনে কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক পরিধি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।

২.৬ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ গবেষকগণ নির্ধারণ করবেন। তবে অর্থ বছরের মে মাসের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে অর্থ সমন্বয়ের জন্য বিল ভাউচার দাখিল করতে হবে।

২.৭ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচি

(ক) অর্থবছর শুরুর পূর্বে নিম্নরূপ সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

i. পূর্বের অর্থবছরের মে মাসের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করতে হবে ও গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে গবেষণা প্রস্তাবের উপর একটি উপস্থাপনা (Presentation) প্রদান করতে হবে;

ii. গবেষণা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর গবেষণা কমিটি এই নীতিমালার বিধানসমূহের সঙ্গে গবেষণা প্রস্তাব কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা যাচাই-বাছাইপূর্বক জুন মাসের মধ্যে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে;

(খ) অর্থবছর শুরুর পর নিম্নরূপ সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

i. গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি জুলাই মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরামর্শ প্রদান করবে;

ii. আগস্ট মাসের মধ্যে গবেষকগণের অনুকূলে গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করতে হবে এবং Inception Report জমা প্রদান ও গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান করতে হবে;

iii. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে গ- শ্রেণীর গবেষণার জন্য সমুদয় অর্থ একত্রে প্রদান করা যাবে; এবং

iv. যৌক্তিক কারণে কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবেন।

২.৮ গবেষণা প্রস্তাব দাখিল এবং গবেষণা পরিচালনা

(ক) একক/দলগত/প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করা যাবে;

(খ) একই ধরনের বা গুরুত্বের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুষদবৃন্দ প্রাধান্য পাবেন;

(গ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি গবেষণা পরিচালক/গবেষক এবং সহ-গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; এবং

(ঘ) সরকারি কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে গবেষণাকর্মের জন্য ভ্রমণকাল দাপ্তরিক কাজে কর্মরত হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে উক্ত ভ্রমণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট থেকে নির্বাহ করতে হবে।

২.৮.১ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষকের অযোগ্যতা

(ক) চাকরিবিধি বা প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত হলে;

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক অসততার প্রমাণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে;

(গ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইতোপূর্বে অযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকলে অযোগ্যতার কারণ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত;

(ঘ) একই বিষয়ে ইতোমধ্যে কমিটির বিবেচনায় কোন গবেষণা সম্পন্ন করে থাকলে;

(ঙ) সরকারের পলিসি এবং ভাবমূর্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করে থাকলে -

উপরোক্ত এক বা একাধিক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট থাকলে তিনি/ তাঁরা গবেষণা পরিচালনার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

২.৯ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো

গবেষণা প্রস্তাব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং সরকারের নীতি-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক. ভূমিকা / গবেষণা সমস্যাঃ

খ. গবেষণার যৌক্তিকতা:

গ. গবেষণার উদ্দেশ্য;

ঘ. গবেষণার পরিধি;

ঙ. গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);

চ. কর্মপরিকল্পনা / সময়সীমাঃ

ছ. বাজেট বিভাজন;

জ. গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক (গণ)-এর জীবনবৃত্তান্ত।

২.১০ গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ

গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরিচালক প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে আদেশ জারি করবেন। পরে আদেশ জারির তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২.১১ গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) প্রতিটি গবেষণা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য গবেষণা কমিটি নিম্নরূপভাবে পরিবীক্ষক/মূল্যায়ক নির্ধারণ করবে-

i. ক-শ্রেণির ও খ-শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন কেন্দ্র-বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ (ন্যূনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক) নিয়োজিত হবেন; এবং

ii. গ-শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক ও একজন উপ-পরিচালক নিয়োজিত হবেন।

(খ) উক্ত মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন। গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য গবেষণা মূল্যায়নকারীগণ গবেষকগণকে তথ্য, ছবি, ভিডিও ক্লিপ ও তথ্যসূত্র সংযুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন।

২.১২ গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

(ক) গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য (অনুষদ সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে) একটি মধ্যবর্তী ও একটি চূড়ান্ত সেমিনার আয়োজন করতে হবে।

২.১৩ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব কেন্দ্রের নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে তা কেন্দ্রের বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। বাইরে থেকে প্রকাশ করা হলেও প্রতিবেদনের স্বত্ব কেন্দ্রের নিকট ন্যস্ত থাকবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট(Copyright) সংক্রান্ত বিষয়ে 'কপিরাইট আইন, ২০০০' এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩.১ তহবিলের উৎস

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা তহবিল গঠিত হবে-

(ক) কেন্দ্রের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং
(খ) দেশি ও বিদেশি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৩.২ সম্মানী

(ক) গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নিম্নরূপভাবে সম্মানী প্রদান করতে হবে-

i. প্রতিটি মধ্যবর্তী গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ প্রত্যেকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা সম্মানী পাবেন।

ii. প্রতিটি চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ প্রত্যেকে ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন;

iii. গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থিত কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ প্রত্যেক সদস্য ও বহিরাগত সদস্যগণ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন; এবং

iv. গবেষণাসমূহের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেমিনারের সভাপতি ও আলোচকগণ কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারের জন্য অর্থবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

(খ) বিদেশি এবং কেন্দ্র-বহির্ভূত অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।

৩.৩ গবেষণা বাজেট বিভাজন

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের ৫০% অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণের সম্মানী হিসেবে ব্যয় করতে হবে। উক্ত সম্মানি নিম্নরূপভাবে বিভাজিত হবে-

i. গবেষণা পরিচালক/গবেষকের সম্মানী ২০%
ii. সহ-গবেষকের সম্মানী ১৫%
iii. গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের সম্মানী ১৫%

(খ) গবেষণা সহায়তা ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীদের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (সরকারি দৈনিক ভাতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে), গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, খসড়া (৫ কপি) ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন (৫ কপি) মুদ্রণ ব্যয়, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে; এবং

(গ) গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ একাধিক অর্থবছরব্যাপী হলে ব্যয় বিভাজন প্রতি অর্থবছর অনুসারে করতে হবে। উক্ত মেয়াদ ও ব্যয় বিভাজন- কমিটির সুপারিশক্রমে প্রতি অর্থবছরে পরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আর্থিক সংস্কার ও প্রকল্প বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

(ক) অর্থবছরব্যাপী পরিচালিত অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন কিস্তিতে গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদান করা হবে-

i. গবেষণা প্রস্তাব ও Inception Report গৃহীত হওয়ার পর অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে

ii. গবেষণার মধ্যবর্তী পর্যায় (ন্যূনতম ৫০% কাজ সম্পন্ন হওয়া) পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মধ্যবর্তী প্রতিবেদন (Mid Term Report) উপস্থাপন করে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের পরবর্তী শতকরা ৪০ ভাগ দ্বিতীয় কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে, এবং

iii সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন (৫ কপি) জমা প্রদান, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ৫ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা যাবে।

(খ) পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালক/গবেষক ৩০ মে এর মধ্যে প্রযোজ্য প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের আবেদন করবেন;

(গ) গবেষণা পরিচালক/গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি কেন্দ্রে জমা দিয়ে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন মাসের পূর্বে গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে; এবং

(ঘ) কোনো গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণাদলের সকল সদস্যকে গবেষণার অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।

(ঙ) গ-শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের গবেষকগণের জন্য এককালীন গবেষণা বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে।

৩.৫ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

(ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির নিকট জমা না দিলে কিংবা গবেষণা কমিটি কর্তৃক জমাকৃত গবেষণা পরিত্যাজ্য/বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন;

(খ) যদি কোনো গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা গবেষণা পরিচালক/গবেষক কেন্দ্রকে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

(গ) যদি গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন। এবং

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা আদায়যোগ্য হবে।

৩.৬ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তীকরণ

কোনো গবেষণা কার্যক্রমের হিসাব সংক্রান্ত ব্যয়ে অডিট আপত্তি দেখা দিলে গবেষণা শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, প্রকল্পের বাজেটের আওতায় পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্প শাখার কর্মকর্তাগণ এবং গবেষকগণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তীকরণের জন্য দায়ী থাকবেন। এক্ষেত্রে প্রশাসন শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। অডিট আপত্তি এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পন্ন করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণায় সহযোগিতা, প্রচার এবং বিবিধ

৪.১ এ নীতিমালার অন্যান্য বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কেন্দ্র অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।

৪.২ কেন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল কোনো দেশি বিদেশি জার্নালে অথবা পুস্তক আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.১৩-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গবেষণা নীতিমালা, ২০২৩' অনুসরণ করতে হবে।

৪.৩ গবেষণা তথ্যের যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণে গবেষণালব্ধ তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। যেমন কর্মশালা, সেমিনার, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

৪.৪ সরকারের নির্দেশক্রমে গৃহীত অন্য কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৪.৫ সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত সংশোধনী সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।